চর্যাকথন – ৭

খেলি না তো কি হয়েছে?

ঘনাদাকে বিশ্বকাপ নিয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে নি – জিজ্ঞেস করলে জানা যেত ঘনাদা আর্জেন্টিনা বোকা জুনিয়ার্সে মারাদোনার কোচ ছিলেন - ডিয়েগোকে পাড়ার গলি থেকে তো উনিই তুলে আনেন – হাতে করে তৈরী করেন। তা না হলে কি এই জিনিস হয়?
আর সেই কুখ্যাত ইংল্যান্ড ম্যাচে হাত দিয়ে গোল করার পরে ঘনাদাই মারাদোনাকে হাফ টাইমে ফোন করে বকে দিয়েছিলেন। আর তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই ডিয়েগো ৭-৮ জনকে কাটিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে ওই গোল করেছিল। ওটা ঘনাদাকে ওঁর গুরুদক্ষিনা।
আর নিশ্চই এতক্ষনে বুঝতে পেরেছেন যে ‘‘ভগবানের হাত’’ কথাটা আসলে ঘনাদারই বলে দেওয়া – সেদিনের বাচ্চা ছেলে ডিয়েগো শিশুসুলভ চপলতায় একটা ভুল করেছে – কিন্তু তার জন্য কি ঘনাদার রাগ করলে চলে। তাই মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলার আগে বাথরুম থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘনাদার কাছ থেকে পরামর্শ করে নিয়েছিল মারাদোনা।
ঘনাদাকে না জানিয়ে ডিয়েগো কিছু করতোই না।
ওই বিশ্বকাপ জেতার পর প্রচার মাধ্যমের আদিখ্যেতায় মাথা ঘুরে গিয়ে ঘনাদার পরামর্শ ভুলে ওইসব নেশাটেশা করতে শুরু করে – আর তাই আজ ওর এই অবস্থা।

ঘনাদার সেলফোন রেকর্ড মিলিয়ে দেখেছি আজ কাল রোনাল্ডো লুকিয়ে লুকিয়ে ঘনাদাকে ফোন করছে।

বিশ্বকাপে খেলি না তো কি হয়েছে – ? আমাদের তো ঘনাদা আছেন ...

ছোটবেলায় পাড়ায় ফুটবল খেলে নি এমন বাঙালী ছেলে দেখান দেখি? আর তাই ভালো খেলতে না পারলেও খেলাটা আমরা বুঝি –
সত্যিই বুঝি – ঠিক যেমন বোঝে বৃটিশ জার্মান ফ্রেঞ্চ বা কলম্বিয়ানরা ... বহুবার তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি।
সেদিনও ইংল্যান্ড ম্যচের পরে বৃটিশ এক বন্ধুর সঙ্গে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল – ইংল্যান্ডের চ্যাম্পিয়ান হবার ব্যাপারটা বাদ দিলে ওর অ্যানালিসিসের সঙ্গে প্রায় সবই মিলে গেলো।
এবং ফুটবলটা আমরা বাঙ্গালীরা সত্যিই ভালবাসি – ঠিক যেমন বৃটিশ বা জার্মান বা কলম্বিয়ানরা ভালবাসে।

রোনাল্ডিনহোর ডজগুলো আমাদেরও স্বপ্নের মুভ – আর কাকা কিম্বা বেকহ্যামের ওই সোয়ার্ভিং ডিপিং শট গুলো আমরা ছোটবেলা থেকে কতবার মারবার চেষ্টা করেছি।
শুধু গোলটাই হয় নি ...

বিশ্বকাপ খেলি না তো কি হয়েছে – কাকা, রোনাল্ডিনহো, রাউলরা আমাদের হয়ে খেলে দেয় !

এবং আমাদের জন্য আছেন মারাদোনা – ঘনাদার হাত ধরে যাঁর বিশ্ব ফুটবলের আসরে আগমন।
সে সকলের চেয়ে ভালো খেলে – নিজেদের মাঝমাঠ থেকে বিপক্ষের সবাইকে কাটিয়ে গোল দিতে পারে – আবার অকারনে আবেগপ্রবন – ব্যাক্তিগত জীবনে নেশাগ্রস্ত – প্রতিষ্ঠানবিরোধী – হয়ত নিজেই প্রতিষ্ঠান। তার চেয়েও বড় কথা আমাদের খুব চেনা চরিত্র। পেলের মতন ভগবান টাইপ পরিচ্ছন্ন নয় – বরং বেশ মাটির কাছাকাছি।
আমাদের চেনা মানুষের একজন – তাই ঘনাদা তাঁকে পছন্দ করেন।

বিশ্বকাপ খেলি না তো কি হয়েছে – ডিয়েগো আমাদের হয়ে দুশো বছরের সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ইংল্যান্ডকে একাই মেরে এসেছে...
বিশ্বকাপ খেলি না তো কি হয়েছে ... মারাদোনার বাঁ পায়ে আমরা আমাদের সবার সম্মিলিত আশির্ব্বাদ ছুঁইয়ে রেখেছি।

বিশ্বকাপ খেলি না তো কি হয়েছে – এই একমাস আমাদের সামনে ইতিহাস রচনা করে তৃতীয় বিশ্বের খেতে না পাওয়া দেশগুলি – তথাকথিত উন্নত দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত আইভরি কোস্ট পাল্লা দিয়ে লড়াই করে হল্যান্ড কিম্বা আর্জেন্টিনার সঙ্গে। টোগোর মত গরীব দেশ শেষ মুহুর্ত অবধি লড়ে যায় বিশ্ব অর্থনীতির বিষ্ময় কোরিয়ার সঙ্গে – সমাজতন্ত্র পরবর্তী দারিদ্র, দুর্নীতি এবং অসহায়তায় ভরা চেক রিপাবলিক হেলায় হারিয়ে দেয় আমেরিকাকে।

শেষ মুহূর্ত অবধি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলে পোল্যান্ড – জার্মানীর মধ্যে – মনে হয় যেন বিশ্বকাপ ফুটবল নয় লড়াই চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের – নাৎসি বর্বরতার বিরুদ্ধে ওয়ারশ র আন্ডারগ্রাউন্ড পোলিশ বাহিনীর আমরন সংগ্রামের ছবি দেখতে পাই এই ম্যাচের মধ্যে।
আর চোখের সামনে কেমন যেন ভেসে ওঠে গ্যাস চেম্বারের ছবি – বিনা কারনে মরে যাওয়া হাজার হাজার তাজা প্রাণ – তার সঙ্গে মিশে যায় তৃতীয় বিশ্বের অভাবী অসহায় মন – যা বিশ্বাস করতে চায় ডেভিড-গলিয়থ এর গল্প – অসম্ভব জেনেও পোয়েটিক জাস্টিসের স্বপ্ন দেখে – যদি পোল্যান্ড হারিয়ে দিতে পারে শক্তিশালী জার্মানীকে – কিম্বা অন্ততঃ ড্র ...
পাশের বাড়ির ভানুদা অফিস ফেরতা ঠেকে যখন গম্ভীরভাবে বলেন – "বুঝলি ওই রেফারিটা আসলে ম্যনেজ হয়েছিল – নইলে ওই সময় কেউ রেড কার্ড দেখায়!" – তখন সেই হাস্যকর যুক্তির মধ্যে দৈনন্দিন দুঃখবোধ, অসহায়তা আর স্বপ্নভঙ্গের ছবি দেখতে পাই ... আর সেটা আমাদের প্রত্যেকের চেনা ... তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

আজকের পৃথিবীতে বিশ্বকাপই বোধহয় সেই সোনার কাঠি যা ডেভিডের সেই অসম্ভব গল্প সম্ভব করে দেখিয়েছে– বার বার ...
অনামী ক্যামেরুন যখন আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে দিয়েছিল - তখন
সেনেগাল যখন ফ্রান্সকে বিশ্বকাপের প্রথম দিনে হারিয়ে দিয়েছিল তখন

মনে আছে শেষ পনের মিনিটে রজার মিল্লার ভেলকি আর তার পর সেই নাচ - ?

আর আছে ব্রাজিল - সাম্বা ফুটবল শুধু ওদের নয় – আমাদের স্বপ্নের জলছবি – বললাম না – আমাদের সবার মিলিত ইচ্ছাশক্তি আর স্বপ্নের প্রতিফলন রোনাল্ডিনহো, কাকা, রোনাল্ডো, এড্রিয়ানো, রবিনহো ...

বিশ্বকাপ খেলি না তো কি হয়েছে – আমাদের তৃতীয় বিশ্ব ব্রাজিলের নেতৃত্বে ফুটবলে প্রথম।

না – বিশ্বকাপ ফুটবল থামাতে পারে না কোনো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বা মহামারী – ঘটাতে পারে না কোনো মিরাক্যাল – ঘোচাতে পারে না দারিদ্র অভাব বা অন্যকিছু –
কারন এগুলি যে আমাদের তথাকথিত সভ্যতার বিচ্ছুরনের জন্য জ্বলতে থাকা প্রদীপের তলার অন্ধকার –

কিন্তু ৯০ মিনিটের জন্য ভুলিয়ে দিতে পারে এই বিভেদ – অসহায়তা – না পারার গ্লানি।

গলফের পি জি এ ট্যুর কিম্বা এন বি এ বাস্কেটবলের ঝা চকচকে পৃথিবী থাকুক প্রথম বিশ্বের বড়লোকদের জন্য – মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিমুহূর্তের লড়াইয়ের অপাপবিদ্ধ সারল্যের প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকুক খালিপায়ে রবারের বল দিয়ে গলিতে খেলা ফুটবল

আর প্রতি চার বছর অন্তর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে গলিয়াথদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য আমাদের ভেতরের ডেভিড সত্তাকে জাগিয়ে তুলুক ...

রাহুল গুহ
১৫ই জুন, ২০০৬